কৃষিই সমৃদ্ধি

বিশেষ সংখ্যা

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫১ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০১৮ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৮

স্বাধীনতার মহান স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ঝরনা বেগম
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তারই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আসুন আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়...........................

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ০৩

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ০৪

বিএডিসি'র বীজআলু হিমাগার, গ্রিন হাউজ, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন ০৫

বিএডিসিতে গবেষণা কার্যক্রমের রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত ০৬

বিএডিসিতে ''ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন এ্যাট সুবর্ণচর ফার্ম'' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত ০৭

বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে হাইড্রোপোনিক্স প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত.........০৭

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ০৯

বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও বর্তমান প্রেক্ষিত ১০

পলাশী ফিরে আসে বার বার ১১

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : pro@badc.gov.bd, prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গত ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ বুধবার বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষ, দিলকুশা, ঢাকায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে "আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল" এর আয়োজন করে।

আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কৃষি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় ও কালোপতাকা উত্তোলন করা হয়। বাদ যোহর মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মনিরা রহমান, বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আব্দুল মতিন পাটোয়ারী, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম গোলাম মোহাম্মদ ও বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহ্বায়ক জনাব আনোয়ারুল কাদির প্রমূখ। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন যুগ্মসচিব (নিওক) ও বিএডিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গের যারা নিহত হয়েছিলেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেন।

বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিএডিসিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছিলেন। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করার জন্য বক্তাগণ আহ্বান জানান।

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেচ ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এ দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বিএডিসি'র সিবিএ আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, কার্যকরী সভাপতি ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক।

বিএডিসি'র সিবিএ আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) ঢাকা জেলা। আলোচনা সভায় বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা /কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি বলেন, পাকিস্তানের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষের মুক্তি ও ন্যায্য অধিকার তুলে ধরে ঘোষণা দিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। নয়মাস যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বাধীনতার সুফল যাতে বাংলার মানুষ ভোগ করতে না পারে সেজন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিএডিসি'র অবদান আজ বিশ্ব স্বীকৃত। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে আপনারা আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

(বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়)

বিএডিসি'র বীজআলু হিমাগার, গ্রিন হাউজ, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন

গত ১৫ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর গাবতলী মিরপুর খামারস্থ বীজ ভবনে বীজআলু হিমাগার, গ্রিন হাউজ, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে গ্রিন হাউজ ও সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক এমপি এবং তিনি ২০০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বীজআলু হিমাগারের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। অতিথিগণ দেশীয় ফলের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে বিএডিসি'র বৃক্ষরোপণ উৎসবের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

বিএডিসি'র বৃক্ষরোপণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে সংস্থার মিরপুরস্থ গাবতলী খামারে দেশীয় ফলের চারা রোপণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। ছবিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক এমপি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

এছাড়া বৃক্ষরোপণ উৎসবে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা সহ কৃষি মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সংস্থা, বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিএডিসিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কৃষির উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা জিএমওতে গিয়েছি, বিটি বেগুনে গিয়েছি। স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে না এমন যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমরা গ্রহণ করবো। বিএডিসি পরিশ্রম করে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী সকলে মিলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা। আমরা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এফএও কর্তৃক সেরেস পদক লাভ করেন। আমরা ব্যাংক ঋণ সহজ করেছি, কৃষকদেরকে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধা দিয়েছি ও সারের দাম কমিয়েছি। বাংলার কৃষির সাম্প্রতিক সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে। হাইব্রিডের কারণে আমরা সারা বছর সবজি পাচ্ছি। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক বলেন, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসলে দেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃতির দেশে পরিণত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার অকান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

বিএডিসিতে গবেষণা কার্যক্রমের রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে গবেষণা কার্যক্রমের রিভিউ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), বর্তমানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), বর্তমানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ কবির ইকরামুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ মহসীন, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম এবং সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরসি'র প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ড. হারুনর রশিদ ও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. পরিমল কান্তি বিশ্বাস। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র গবেষণা সেলের প্রধান সমন্বয়ক ড. মোঃ রেজাউল করিম। বিএডিসি'র গবেষণা সেল এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার বলেন, গবেষণার রিভিউ কর্মশালা একটি ভাল উদ্যোগ। বিএডিসি'র গবেষণার ম্যান্ডেট রয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিএডিসি'র গবেষণা যেন একই রকম না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের প্রডাক্ট টার্গেট অরিয়েন্টেড হতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে আমরা গবেষণার ম্যান্ডেট পেয়েছি। বিএডিসি এডাপটিভ গবেষণা করবে। গবেষণা করতে গিয়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএডিসি'র বিরোধ নেই। বিএডিসি'র কর্মকর্তারা মূল কাজের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

বিএডিসিতে অগ্নি মহড়া অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনে দুর্ঘটনায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় বেলা ১২:১৫ মিনিটে অগ্নি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নি মহড়ায় ফায়ার অ্যালার্ম বাজানো হলে তাৎক্ষণিকভাবে ভবনে অবস্থানরত কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্রুত ভবন থেকে বের হয়ে আসেন। বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর নির্দেশনায় এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর কৃষি সচিব পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান পদে কর্মরত জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান (অতিরিক্ত সচিব) গত ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পদে জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) পদে কর্মরত ছিলেন।

বিএডিসিতে ''ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন এ্যাট সুবর্ণচর ফার্ম'' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

গত ১২ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তরস্থ কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে ''ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন এ্যাট সুবর্ণচর ফার্ম'' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হক। বিএডিসি'র নোয়াখালী জেলার সুর্বণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এছাড়া কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট'র পরিচালক জনাব বিধান কুমার ভান্ডার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নোয়াখালী'র প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার ড. মোঃ মহিউদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, সুবর্ণচর প্রকল্পটি একটি অনন্যধর্মী প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী এসডিজি ও বাংলাদেশ কৃষিনীতির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুবর্ণচর ডাল ও তৈলবীজ খামারের সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষ পদ্ধতি থাকায় চাষীরা খামারের কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত হতে পারবে। খামারে সংরক্ষিত বন এলাকা থাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খামারটি অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে হাইড্রোপোনিক্স প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর গাবতলীস্থ কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে হাইড্রোপোনিক্স প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম। বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এফ এম জামাল উদ্দীন, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম এবং সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। স্বাগত বক্তব্য দেন উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মাসুদ আহম্মদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম বলেন, প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের এই বিষয়ে সঠিক ও সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট খাতগুলো যথেষ্ট উপকৃত হবে। তিনি হাইড্রোপোনিক্স প্রযুক্তি বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান আয়োজনকারী প্রকল্পের সফলতা কামনা করে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৮ তে বিএডিসি স্টলের প্রথম পুরস্কার লাভ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী স্টলসমূহের মধ্যে সরকারি ও আধাসরকারি স্টল ক্যাটাগরীতে সেরা স্টল বিজয়ী নির্বাচনে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।

গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে বন অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে বৃক্ষ মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপি এর কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম। প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী। উল্লেখ্য এ বছর জাতীয় বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সবুজে বাঁচি, সবুজ বাঁচাই; নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই"।

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৮ তে বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম

বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এর অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা গত ২৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি পদোন্নতির অব্যবহিত পূর্বের কর্মস্থল বিএডিসি'র সচিব পদেই কর্মরত আছেন।

শোকসংবাদ

* যুগ্মপরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, লাকসাম রোড, কুমিল্লায় প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট অপারেটর পদে কর্মরত জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম গত ২৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়, নীলফামারী, ক্ষুদ্রসেচ জোন দপ্তরের পিআরএল ভোগরত জীপ চালক জনাব মোঃ আমিনার হোসেন গত ৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা

মতিউর রহমান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
সচিব এর দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ,
তোমার নির্দেশে একতাবদ্ধ।
নয় মাসের যুদ্ধ শেষে,
আসলে ফিরে বীরের বেশে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটাকে
করতে স্বনির্ভর,
কৃষির উপর দিলে তুমি
বিশেষ করে জোর।

তোমার আশায় কৃষকেরা
করল শুরু কৃষি,
ফসল তুলে কৃষকের মুখে
ফিরে আসলো হাসি।

সোনার বাংলা গড়তে তোমার
বাংলার প্রতিটি চাষি,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
যাচ্ছে দিবানিশি।

মেধাবী মুখ

ইমরান নাজির ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইমরান বিএডিসি'র নির্মাণ বিভাগের বিদ্যুৎ শাখায় ভিটিএ পদে কর্মরত জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম এর পুত্র। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

বিএডিসি সিবিএ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

(৪ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান বক্তার বক্তব্যে আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বাঙালি জাতির জন্য আগস্ট মাস হচ্ছে কলঙ্কিত মাস। এ মাসে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। আওয়ামী লীগের শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনও ষড়যন্ত্র করে চলেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বে পরিণত হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

স্বপন কুমার হালদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি, বরিশাল

ফ্রেমে বাঁধাই করা অবস্থায় বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েকটি আদর্শিক বাক্য অফিস আদালতের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। একটি বাক্য এরূপ- ''রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন থাকতে হবে''। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি ছিলো? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। যে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি শোষণ-বঞ্চনাহীন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ মূলনীতি হিসাবে স্থান পায়। কিন্তু' ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সেই চেতনার বিনাশ ঘটানো হলো।

কারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল? যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, যারা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, যারা দুইলক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হরণ করেছিলো, সেই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মদদে কতিপয় সেনা সদস্য রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২নম্বর বাসভবনে গিয়ে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশু স্কুল ছাত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্র বধু সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৮ জন সদস্যকে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে হত্যা করা হয়।

যে হত্যাকান্ড ছিলো ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংস হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ডের বিচার যাতে না হয় সেজন্য ঘাতকচক্রের মদদে ১৯৭৫ পরবর্তীকালীন সরকার ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ জারী করেছিল। কিন্তু জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডের বিচার বাংলার মাটিতে সম্পন্ন করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনেপ্রাণে একজন খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমার প্রথম পরিচয়- আমি একজন মানুষ, তারপর একজন বাঙালি, তারপর একজন মুসলমান'। তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল ''সোনার বাংলা'' গড়ার। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি ঘাতকের নির্মম বুলেট। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করা। আর সেই লক্ষ্য পূরণে বিএডিসি'র কর্মীরা স্ব-স্ব অবস্থান থেকে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে যা আমাদের একটা বিরাট অর্জন।

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এই স্যাটেলাইট প্রযুক্তি গ্রহণ করে রূপকল্প- ২০২১ এবং রূপকল্প- ২০৪১ বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাহলেই জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

চেতনার বহ্নিশিখা

সঞ্জয় কুমার দেবনাথ
উপপরিচালক (এএসসি), বিএডিসি,খুলনা

আগস্ট মাস!
চারিদিকেই শুনশান নিস্তব্ধতা, তমসাচ্ছন্নতা, হতাশা
শোকের আবহ প্রতীয়মান
দারুণ হতাশ আমি
যারা প্রতিক্রিয়াশীল, বিরোধী তারাই আজ অগ্রজ
বেদনায়-আর্তনাদে কুঁকড়ে উঠি
কিন্তু নেই কোন বহি:প্রকাশ
আমি অপারগ, কিছুই প্রকাশ করতে পারিনা
সত্যিই আমি শোকে মুহ্যমান...

হঠাৎ মনে হলো, আসছে ১৫ই আগস্ট
রক্ত আঁখরে লেখা যাঁর নাম
তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
যাঁর নামে শরীরে জাগে তেজ
বাড়ে রক্তের গতি, ধমনী আর শিরায়।

তাইতো মনে উঠল রণ- বাজলো দামামা
উঠল শ্লোগান, "জয় বাংলা"
ঘুচল অমানিশা, কাঁটলো আঁধার
এখন আমি উজ্জীবিত, দারুণ শক্তিধর।
কাটলো দ্বিধা, কাটলো ঘোর
গড়ব প্রতিরোধ, এবার নেব প্রতিশোধ
ফুটলো ফুল, ডাকলো পাখি
উঁকি দিল পুবাকাশে সোনালি সূর্য
মনে হলো- এ দেশ আমার, নয় কোন অপশক্তির
এ দেশের জন্য লড়তে হবে, কিছু করতে হবে
গড়তে হবে, সাজাতে হবে
টগবগিয়ে উঠল দেহ আর মন
বললাম সবাই ধর, এখন একটাই শ্লোগান-
হে মুজিব!
তুমি চেতনার বহ্নিশিখা
তুমি অবিনশ্বর, আমরা তোমায় স্মরি।

*"যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"*

বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও বর্তমান প্রেক্ষিত

মোঃ সামছুল হক, কার্যকরী সভাপতি, বিএডিসি, সিবিএ ও সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি, স্বাধীনতা একবৃন্তে গ্রথিত, একসূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধু একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সনের ১৭ মার্চ ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত গোপালগঞ্জের পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা বানুর ঘর উজালা করে জন্ম নিয়েছিল একটি শিশু যার বাল্য নাম 'খোকা'। স্কুল জীবনেই দৃষ্টিতে আসেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। তিনি কালক্রমে হয়ে উঠেন বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির পিতা, সর্বোপরি স্বাধীনতার মহান স্থপতি।

"এপারে বিক্রমপুর ঐপারে ফরিদপুর
মাঝখানে প্রমত্তা পদ্মা প্রবাহিত"।

নদীর ঢেউয়ে নৌযান যেমন আচমকাই তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠে, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বর্ণাঢ্য জীবনও তথৈবচ। ঠিকানা তার স্বগৃহ আবার চলে যাওয়া জেলখানায়। তিনি বেঁচেছিলেন ৫৫ বৎসর অর্থাৎ ২০০৭৫ দিন, জেল খেটেছেন ১৭ বৎসর ২৯৭ দিন। যা জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

"তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রাজ্ঞতায়
বাগ্মিতায়, তাঁকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়।
তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে।
জনগণের আন্দোলনের মুখে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।
তিনি বলতেন, ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে আমি বলবো,
আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"।

তিনি মুক্তি পাগল বাঙালির ছিলেন মুক্তিদাতা। ১৯৭০ সনের নির্বাচন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তারই নেতৃত্বে। মাত্র সাড়ে তিন বৎসর তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, এই স্বল্প সময়ে বিশ্ববরেণ্য নেতৃবর্গের নজর কেঁড়েছিলেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ এর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাঙালি হিসেবে তিনি প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুন অবয়বে সাজাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেজেছিলো অন্যরকম সাজে, ঐদিন অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে তারা সংবর্ধিত করবেন। বরণ করবেন তাদের কৃতি শিক্ষার্থীকে। বোস প্রফেসর ড. আঃ মতিন চৌধুরী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময়কার ভাইস চ্যান্সেলর। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু ছিলেন চ্যান্সেলর। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান আর হলো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের আকাঙ্ক্ষাও আর পূরণ হলো না। অতি প্রত্যূষেই স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তি ও তাদের বিদেশি দোসরদের যোগসাজসে সপরিবারে ঘাতকদের হাতে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বাংলার রাজনৈতিক আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলেছেন। তিনি ছিলেন শুকতারা আর ৭৫ এর ১৫ আগস্ট হয়ে গেলেন শোকতারা, যেন নক্ষত্রের পতন হলো। তাঁরই মত করে জীবন দিতে হয়েছে মহাত্মা গান্ধীকে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জীবন দিয়েছেন আততায়ীর হাতে, চিলির আলেন্দে, আমেরিকার জন. এফ. কেনেডি, ড. মার্টিন লুথার কিং, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট বন্দরনায়েকে। ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হত্যা করা হয়। দেশের জয়রথ থমকে দাঁড়ায়। জয় বাংলা শ্লোগান বিদূরিত হয়, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি স্থগিত হলো। খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান যথাক্রমে বনে গেলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। কিন্তু রাজনীতির সংস্কৃতি কত করুণ। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে বেইমানি করে মীর জাফর আলী খা এদেশে ব্রিটিশ বেনিয়া, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়েছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাকে অপসারণ করা হয়। খন্দকার মোশতাককেও একই কায়দায় হটিয়ে আবু সাদাত মোঃ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করেন। তারপর জিয়াউর রহমান নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন।

উল্লেখ্য, বাঙালির সাথে যারাই বেইমানি করেছে, তারাই শাস্তি পেয়েছে। যেমন- লর্ড কাইভ নদীতে ডুবে মারা গেছে, মীর জাফর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, জগৎশেঠ অর্থাভাবে ধুকে ধুকে মরেছে। এদেশেও খন্দকার মোশতাক দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ঢাকাস্থ আগামাসি লেনের বাড়িতে মরেছে, পুত্রগণ তাকে দেখতে আসেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। বাকীদের দেশে ফিরে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবে- এটাই জাতির প্রত্যাশা। ৭৫-৯৬ একুশটি বছর। একুশ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী হলেন অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শেখ হাসিনা আজ বিশ্ব শান্তির রোল মডেল, বিশ্বনেত্রী। মাদার অফ হিউম্যানিটি, সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কৃত, প্লানেট ৫০-৫০ সম্মানে ভূষিত। গ্লোবাল উইমেন পুরস্কারে সম্মানিত। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণে বিশ্ব পরিমণ্ডলে তার অবস্থান আজ সুদৃঢ়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু এখন মহাকাশে তাঁর নাম মুছে ফেলা যাবে না'।

আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে। তবেই বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকবে। বিএডিসি'র কর্মকর্তা- কর্মচারী দুঃশ্চিতা মুক্ত হবে, চাকুরির নিশ্চয়তা থাকবে। রুটি-রুজির পথ খোলা থাকবে। পরিবার পরিজন নিয়ে নিঃসঙ্কোচে চাকুরি জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। লেখাটির সমাপ্তি টানতে চাই এভাবে-

"এই বাংলায় শ্যামল প্রান্তর সাগর, সৈকত, গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু ফিরিয়া আসিতো যদি"।

পলাশী ফিরে আসে বার বার

মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ক্রয় বিভাগ ও
কার্যনির্বাহী সদস্য, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ), বিএডিসি, ঢাকা

বাঙালি জাতির পাতা উল্টালে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে পাওয়া যায় শোষণ, বঞ্চনার করুণ ক্ষত চিহ্ন। ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে আজকের যে বাংলাদেশ তার ভিত তৈরি হয়েছে বহু ত্যাগের বিনিময়ে। শোষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, বিদেশি কুট কৌশলের কারণে ইতিহাসেকে বার বার কলঙ্কিত করেছে। আহত রক্তক্ষত বাংলাদেশ যখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে তখনই বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম কুটচক্রের কুঠারাঘাত মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি।

বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীনকাল হতেই সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সুযোগ পেলে বিদেশি হায়েনারা এদেশীয় কিছু দালালদের মাধ্যমে দেশকে পরাধীনতার শিকলে চিরকাল বেধে রাখতে চেয়েছে। বিকৃত ইতিহাস মানুষের মাঝে ছড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে অপরদিকে এদেশের জনসাধারণের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।

১৭৫৭ সালের ২৩জুন পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইরেজদের চক্রান্তের কারণে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। স্বাধীনতা কি অমূল্য সম্পদ তখনও বাংলার খেটে খাওয়া নিরীহ মানুষগুলো বুঝতে পারেনি। ইংরেজদের শোষণের মাত্রা যখন তীব্রতর ততক্ষণে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন খাঁটি দেশ প্রেমিক। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যার পর তার খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের ষড়যন্ত্রের ফলে ২০০ বছর আমরা ইংরেজদের গোলামী করেছি। এ নির্লজ্জতা শুধু এ পর্যন্ত থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে নবাবের মৃত্যুর পর ইংরেজদের স্বীকৃত দালালরা যে সমস্ত ইতিহাস তৈরি করেছিল তাতে সিরাজউদ্দৌলাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। মূলত তা ছিল নিকৃষ্ট মিথ্যাচারে ভরপুর। পলাশীর যুদ্ধের ২০ বছরের মধ্যে নবাবের অনুগত দেশপ্রেমিক মোহন লাল, খাজা আবদুল হাদি খান, রায় দুর্লভ, পাটনার নায়েক আয়েক সিরাজসহ নবাবের অনুগত সকলকেই সমূলে বিনাশ করা হয়। এরপরের ইতিহাস শোষণ বঞ্চনার। শোষিত বঞ্চিত হতদরিদ্র বাঙালি প্রায় দুইশত বছর স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করতে পারেনি।

অবশেষে বাংলার ইতিহাসে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত একজন নেতা আবির্ভাব হলো। তিনি স্বপ্ন দেখালেন স্বাধীনতার, তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন মাথা তুলে দাঁড়াবার। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতির মুক্তির কথা শোনালেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর আহবানে ১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তার জীবনের ১৪ বছর কারাজীবন ভোগ করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায় তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী। তিনি চাইলে পালিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তাকে না পেলে সেনাবাহিনীর বর্বরতা আরো বেড়ে যাবে।

১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে লক্ষ লক্ষ জনতার মাঝে তিনি বলেছিলেন, "১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাবো না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মী তখন কাঁদতে শুরু করে"।

পাকিস্তানের কারাগারে আটকাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নামে মামলা পরিচালনা করা হয়। সে মামলায় বঙ্গবন্ধর ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। শুধু তাই নয় "বঙ্গবন্ধুর সেলের পাশেই তার কবর খোড়া হয়েছিল! কিন্তু অবিচল বীর বাঙালির জাতির পিতা একবারের জন্যও ভয় পাননি। তিনি বলেছিলেন "আমি মুসলমান, আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে", " ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা"। তিনি তাঁর ভাষণে আরো বলেছিলেন, " ইয়াহিয়া খাঁন কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হল, তা কল্পনারও অতীত, পাকিস্তনের কারাগারে বন্দীদশায় থেকে আমি জানতাম, আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা যেন তারা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নিচু করবনা"। মত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাষক গোষ্ঠীর কাছে বিন্দুমাত্র মাথা নত করেনি। তার তেজস্বী নেতৃত্বের কারণে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন তৃতীয় বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি"। কালের আবর্তে পলাশীর প্রান্তরের বিশ্বাসঘাতকদের রক্ত কালে কালে কিছু মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে মীর জাফরের প্রতারণা যদিও পলাশীর প্রান্তরের মত সফল হতে পারেনি। তথাপি তাদের সহযোগিতায় এদেশের ৩০লক্ষ মানুষকে শহিদ করেছে। দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হরণ করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েও এ দেশের স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। একাত্তরের পরাজয়ের গ্লানি মুছতে প্রতিশোধ নেয় ১৫ আগস্ট। এই দিনে হিমালয়ের মহান এ মানুষটিকে হত্যা করেন সপরিবারে।

(বাকী অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

পলাশী ফিরে আসে বার বার

(১১ পৃষ্ঠার পর)

বাংলার ইতিহাসে পলাশী পুনরায় ফিরে আসে। স্বাধীনতা বিরোধীরা আবারো ক্ষমতার মসনদে বসেন। যে মানুষটিকে পাকিস্তানিরা হত্যা করেনি। আমরা বাঙালিরা তাকে হত্যা করেছি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এসব গৌরবময় ইতিহাসের কোনটিতেই তাদের কোন সম্পৃক্ততা ছিলনা। জাতির ক্রান্তিলগ্নে এদের কোন অবদান নেই। যে মানুষটি বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রাম করেছিলেন মৃত্যুর পর দাফনের জন্য রেডক্রসের গুদাম হতে মোটা কাপড় চেয়ে এনে দাফন করা হয়। পলাশীর ট্রাজেডি বার বার ফিরে আসে পচাঁত্তরের পরবর্তী সময়গুলোতে। অকৃতজ্ঞ ঘাতকেরা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতায় বসে গাড়ীতে উড়াতে থাকে বাংলাদেশের পবিত্র পতাকা। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর অতীতের মত চলতে থাকে ইতিহাস বিকৃতির মহা প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বধীনতা অর্জন করলেও এখনও আমরা অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে যখন একটি অর্থনৈতিক ভিতের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই তাকে হত্যা করা হয়। পচাঁত্তরের পরবর্তী ৩০ বছর বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বহি: বিশ্বে আমরা পরিচিত হতাম হতদরিদ্র, ভিক্ষুক জাতি হিসেবে। হেনরী কিসিঞ্জার স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশকে বলেছিলেন "তলাবিহীন ঝুড়ি"। অবশেষে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে চললেন অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা হতদরিদ্র হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছি। ভিক্ষার ঝুলি ছুড়ে ফেলে বিশ্বব্যাংককে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তৈরি করছেন পদ্মা সেতু। একের পর এক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় তৈরি হচ্ছে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তৈরি হচ্ছে আধুনিক বিমান বন্দর, গভীর সমুদ্রে পায়রা বন্দর, দেশের পতাকাবাহী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ইতোমধ্যে পৌছেছে মহাশূন্যে, মেট্রো-রেলের কাজ চলছে।

যে পাকিস্তান দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের শোষণ করেছিল উন্নয়নে তাদের থেকে এগিয়ে বাংলাদেশ। অর্থনীতির প্রায় সব সূচকেই পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেড়ে জিডিপি অর্জিত হয়েছে সাত দশমিক ২৮ শতাংশ। বর্তমানে পাকিস্তানের জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ৪.৯১ শতাংশ। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন যে, দেশ কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশ মানব উন্নয়নের নানা সূচকে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে। বাকি ছিল শুধু মাথাপিছু জিডিপি। এবার এক্ষেত্রেও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে মোতাবেক ১৯৬৮ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৯৯ দশমিক ৮০ ডলার। আর পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৪০ ডলার। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় তখন পূর্ব পাকিস্তানের আড়াই গুণ বেশি ছিল।

সর্বশেষ তথ্য মতে, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। প্রতি ডলার ৮০ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় এক লাখ ২৮ হাজার ৮০০ টাকা। এর ফলে জিডিপির আকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখন পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৪৭০ মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর জিডিপির আকার ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াতে যেখানে সময় লেগেছিল ৩৪ বছর, সেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের এ অর্জন রেকর্ড পরিমাণ। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৬৭১ টাকা। ২০১৯ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আট শতাংশের ওপরে যাবে। আশা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে এ হার ৯ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে থাকবে। তাহলেই আমরা আমাদের ২০৪১ সালের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ শতাংশ দরিদ্রতা কমিয়ে আনতে পেরেছে বর্তমান আওয়মী লীগ সরকার। দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গবৈষম্যসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের বড় কৃতিত্ব এখন ভারতের চেয়ে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু তিন বছর বেশি।

মালেশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের মতই শেখ হাসিনার একক নেতৃত্বে দেশ আজ অর্থনৈতিক ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদিও জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর প্রাণনাশের হুমকি এসেছে বার বার। ১৫ আগস্টের ঘাতক আর পলাশীর সেই মীর জাফরেরা এখনো মরেনি। তারা চায় আর একটি ১৫ আগস্ট আর এক একটি পলাশী। মীর জাফর, খন্দকার মোশতাক, স্বাধীনতা বিরোধীরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে সিরাজউদৌলারা, বেঁচে থাকবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আদর্শের সৈনিকেরা। বিশ্বাসঘাতক আর দেশপ্রেমিকদের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী। ইতিহাসকে তারা যতই অন্ধগহ্বরে নিক্ষেপ করুক না কেন দেশপ্রেমে উজ্জীবিত সিরাজউদৌলারা, শেখ মুজিবুর রহমান ও তার আদর্শের সৈনিকেরা বীরদর্পে এগিয়ে যাবে। অনন্তকাল ব্যাপী সামনের দিকে, শত চক্রান্ত মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়াবে সমৃদ্ধির পথে।

তথ্য সূত্র:

১। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ওয়েবসাইট, ৮ মার্চ ২০১৫।

২। একজন শেখ হাসিনা কোটি মানুষের স্বপ্ন, কালের কণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি ২০১৮।

৩। উইকিপিডিয়া ও গুগল।

৪। পাকিস্তানেল জেলে বঙ্গবন্ধু বিচার প্রসঙ্গে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া। কালের কণ্ঠ,১৪ আগস্ট ২০১৬। এ কে এম আতিকুর রহমান।

৫। পাকিস্তানের কারাগারে কেমন ছিল বন্দী মুজিবের দিরগুলো? বিডি লাইভ ২৪.কম, ১০ জানুয়ারি ২০১৭

৬। আজকালের খবর, অর্থনীতিতে পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। ১২ জুলাই ২০১৮।

৭। পলাশী-পরবর্তী নির্যাতন-মিথ্যাচার, বিডি নিউজ ২৪.কম, ১৭ জুন ২০১৭।

৮। প্রথম আলো, একক বক্তৃতায় অমর্ত্য সেন, অর্থনীতির সঙ্গে দরকার মানবিক প্রগতিও, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

৯। বিডি লাইভ ২৪.কম, ১২ আগস্ট ২০১৮।

পদোন্নতি

যুগ্মসচিব

* ব্যবস্থাপক (ক্রয় বিভাগ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ ইউনুছকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্মসচিব (সংস্থাপন বিভাগ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব স্বপন কুমার দাসকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপসচিব

* উপাধ্যক্ষ, বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাংগাইলে চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব নিপামোনালিসাকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আহিনি দপ্তর, বিএডিসি, পটুয়াখালীতে কর্মরত জনাব স্বপন কুমার সাহাকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব শেখ আবদুল্লাহ আল বাকীকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব আকবর হোসেনকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেনকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, নোয়াখালী দপ্তরে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ নুর উল্লাহকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব সঞ্জয় সুত্রধরকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (উদ্যান), বিএডিসি, রাজশাহী দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ সুমন আলীকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এস এম ইসমাইল জাহান ভূইয়াকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, জামালপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব সারোয়ার ইসলামকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আহিনি দপ্তর, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব দীপঙ্কর মন্ডলকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, লালকুঠি, বরিশাল দপ্তরে কর্মরত জনাব শাহীদুল ইসলামকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপপরিচালক (টিসি), বিএডিসি, ঠাকুরগাঁও দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আকতারুল ইসলামকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আহিনি দপ্তর, বিএডিসি, খুলনায় কর্মরত জনাব মোল্লা মোর্তজাকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আহিনি দপ্তর, বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব মোঃ ওয়াহেদ সরকারকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আহিনি দপ্তর, বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব প্রশান্ত কুমার রায়কে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রংপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ খলিলুর রহমানকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা

* সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি, ফরিদপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আশরাফুল কাদেরকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, সংরক্ষণ ও কারখানা রিজিয়ন, বিএডিসি, বরিশাল দপ্তরে কর্মরত জনাব এএসএম মিজানুর রহমানকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, সংরক্ষণ ও কারখানা রিজিয়ন, বিএডিসি, লালমনিরহাট দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা, সংরক্ষণ ও কারখানা রিজিয়ন, বিএডিসি, চট্টগ্রাম দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ জাকির হোসেনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব শেখ আব্দুল গফুরকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সবজি বীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ সামসুল হককে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, চট্টগ্রাম দপ্তরে কর্মরত জনাব অজিত কুমার চৌধুরীকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, চট্টগ্রাম দপ্তরে কর্মরত জনাব শিব প্রসাদ দত্তকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, এএসসি বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রস), বিএডিসি, কুমিল্লা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আঃ মমিনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, যশোর দপ্তরে কর্মরত জনাব সৈয়দ আকবার হোসেনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ডাল ও তৈল বীজ প্রকল্প, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এসএম এমদাদুল হককে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, বরিশাল দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মাছুদুর রহমানকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপসহকারী প্রকৌশলী

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, নীলফামারী দপ্তরে কর্মরত জনাব আজাদ আলী শাহকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, জয়পুরহাট দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রস), বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ খাদেমুল ইসলামকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ইলেকট্রিশিয়ান, সওকা রিজিয়ন, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ আলীকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, কাহালু ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বগুড়া দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, গাজীপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব তৈয়ব আলী ফকিরকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ কামাল উদ্দীনকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম দপ্তরে কর্মরত জনাব এ.টি.এম আমিনুল ইসলামকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বেড়া, পাবনা দপ্তরে কর্মরত জনাব এফ এ এম হারুন অর রশিদকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, সংরক্ষণ ও কারখানা ইউনিট, বিএডিসি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ সেলিম খানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, সিনি:সহ:পরিচালক (খামার), বিএডিসি, মিরপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ (১) কে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, পিরোজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মুক্তাল হোসেনকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, সওকা জোন, বিএডিসি, বরিশাল দপ্তরে কর্মরত জনাব এ.কে.এম আসাদুল্লাহকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, মাগুরা দপ্তরে কর্মরত জনাব সুনীল কুমার রায়কে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, সংরক্ষণ ও কারখানা ইউনিট, বিএডিসি, কুষ্টিয়া দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আমিনুর রহমানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, সংরক্ষণ ও কারখানা রিজিয়ন, বিএডিসি, চট্টগ্রাম দপ্তরে কর্মরত জনাব বিধু ভূষন তালুকদারকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ কামরুজ্জামানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক কাম অপারেটর, বিএডিসি হিমাগার, রংপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমান আকন্দকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ইলেকট্রিশিয়ান, বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আবুল কাশেমকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত জনাব শ্রী যামিনী কান্ত বর্মনকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রস), বিএডিসি, দিনাজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব শেখ আব্দুল্লাহ আহমেদকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

* মেকানিক, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রস), বিএডিসি, রংপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব আমিনুর রহমানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুস সোহবানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ইলেকট্রিশিয়ান, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ ইমান আলীকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ নফছার আলীকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ নুর আলীকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক কাম অপারেটর, বিএডিসি হিমাগার, রাজশাহী দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুর রউফকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, বিএডিসি হিমাগার, যশোর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ নূরুদ্দিন মোল্লাকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, সাতক্ষীরা দপ্তরে কর্মরত জনাব চিন্ময় চক্রবর্তীকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, গাজীপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব আ.ন.ম. আব্দুল বাসেতকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, বিএডিসি হিমাগার, কুষ্টিয়া দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল মালেককে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* মেকানিক, উপপরিচালক (রপ্তানি), সবজি ও মৎস্য হিমাগার, ঢাকা দপ্তরে কর্মরত জনাব কাজী রিয়াজ উদ্দীনকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ইলেকট্রিশিয়ান, উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, ডোমার দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ হাফিজার রহমানকে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

চলতি মৌসুমে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি

চলতি ২০১৮-১৯ বর্ষে আমন মৌসুমে বন্যায় ক্ষতির কারণে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বিভিন্ন খামারে ২৮ একর, আলু বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ৮ একর, সবজি বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ২ একর, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ১ একর এবং পাট বীজ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারে ১১ একরসহ মোট ৫০ একর জমিতে আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্র:নং	খামারের নাম	জাতওয়ারী জমির পরিমাণ (একর)			প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ (কেজি)
		নাইজারশাইল	বিনাশাইল	মোট	
১	টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামার,পাবনা	৭.০০		৭.০০	১৪০০
২	মধুপুর বীজ উৎপাদন খামার, টাঙ্গাইল		১০.০০	১০.০০	২০০০
৩	তাম্বুলখানা বীজ উৎপাদন খামার, ফরিদপুর		৩.০০	৩.০০	৬০০
৪	সিলেট বীজ উৎপাদন খামার, সিলেট	১.০০		১.০০	২০০
৫	ইটাখোলা বীজ উৎপাদন খামার, হবিগঞ্জ	২.০০		২.০০	৪০০
৬	নীলফামারী বীজ উৎপাদন খামার, নীলফামারী		৫.০০	৫.০০	১০০০
৭	সবজি বীজ উৎপাদন খামার, রংপুর		২.০০	২.০০	৪০০
৮	ডোমার আলু বীজ উৎপাদন খামার, নীলফামারী		৮.০০	৮.০০	১৬০০
৯	উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া	১.০০		১.০০	২০০
১০	নসিপুর ভিত্তি পাটবীজ খামার, দিনাজপুর	১১.০০		১১.০০	২২০০
	মোটঃ	২২.০০	২৮.০০	৫০.০০	১০০০০

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধান: আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময় ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলা ভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সে.মি. পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই।

ধানের জমিতে আগাছা ধানগাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে নাবী জাতের উফশী আমনজাত যেমন : বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণকালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হবে। পাট বপনের সময় হতে এসময় পর্যন্ত সবজি উৎপাদনের জন্য রাখা পাটগাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরাপচাঁ ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজি: এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজ বপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণমত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া , ১০০ গ্রাম গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোর হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুইপাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপনের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝড়ি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য: ঘরে সংরক্ষিত বোরোবীজ, গমবীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈলবীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাস: আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে। এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখির বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবেই কেবল কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে অনুমোদিত কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসল: এ সময় ডাল ও তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, ও বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারি মসুর ৫,৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল ও তৈল ফসলের জমি উত্তমরূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০:৩০:২০ হারে ইউরিয়া , টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করতে হবে।

শীতকালীন সবজি: আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সবজির চারা বীজতলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূলজমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুই দিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মূলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাঁটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে বা সারি করে বুনে দিতে হবে।

আলু: এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা এবং স্থানীয় জাতের মধ্যে কুফরী, সিন্দুরী জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়া অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তমরূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকে না বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

চিত্রে জাতীয় শোক দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আলোচনা সভা

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কৃষি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। ছবিতে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব ঝরনা বেগম

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানকে মানপত্র উপহার দিচ্ছেন সিবিএ-এর কার্যকরী সভাপতি ও বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসিতে নবযোগদানকৃত সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম শেষে সনদ বিতরণ করছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএডিসি'র সিবিএ আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএডিসি'র সিবিএ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএডিসি'র সিবিএ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজআলু হিমাগার, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজআলু হিমাগার, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, ঢাকা-১৪ আসনের মানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক ও বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র বীজআলু হিমাগার, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ভাল বীজে ভাল ফসল

সার ব্যবহার করুন

পরিমিত সেচ দিন

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।